জ্বালানি তেলের দাম লিটারে বাড়লো ২০ টাকা

জ্বালানি তেলের দাম লিটারে বাড়লো ২০ টাকা। সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন দামে দেশে ডিজেল ১৩৫ টাকা, কেরোসিন ১৫৫ টাকা, পেট্রোল ১৬০ টাকা এবং অকটেন ১৬৫ টাকা লিটারে বিক্রি হবে।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

এতোদিন ডিজেল ১১৫, কেরোসিন ১৩৫, পেট্রোল ১৪০ এবং অকটেন ১৪৫ টাকা লিটারে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ এক দিনেই চার ধরনের জ্বালানির দাম ২০ টাকা করে বাড়লো।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ও ফ্রেইট চার্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও জনস্বার্থে দেশে তা পুরোপুরি সমন্বয় করা হয়নি। এতে মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) প্রায় ২২ হাজার ৮৭৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারদরে ডিজেলে প্রতি লিটারে বিপিসির লোকসান প্রায় ৮৯ টাকা। এতে দৈনিক লোকসান প্রায় ১০৯ কোটি টাকা। শুধু ডিজেলেই বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হতে পারে।

লিটারপ্রতি ২০ টাকা দাম বাড়ালে বছরে বিপিসির লোকসান প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা কমানো সম্ভব হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৮০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০-৩৩০, ইলিশ ৬৮০, কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মুরগির মধ্যে বয়লার ১৭০-১৮০, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা পলাশ মিয়া বলেন, “আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। সপ্তাহে একদিন কাজ বন্ধ থাকে, তাই সেদিন বাজার করতে আসি। কিন্তু উপার্জনের টাকা দিয়ে বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবজি ও মাছ কিনতেই বেশি টাকা চলে যাচ্ছে।”

ক্রেতা মাসুম মিয়া বলেন, “আলু ছাড়া প্রায় সব সবজির দামই বেশি। এক কেজি বেগুন কিনতেই ১২০ টাকার বেশি লাগছে। বয়লার মুরগির চেয়েও অনেক মাছের দাম বেশি।”

মাছ ক্রেতা হাবিব মিয়া বলেন, “এক কেজি তেলাপিয়া মাছ ২২০ টাকা দিয়ে কিনলাম। প্রতি সপ্তাহেই মাছের দাম বাড়ছে। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বড় মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি হলেও ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যের মধ্যে হচ্ছে না।”

করলা চাষি আনিসুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টিতে সবজির উৎপাদন কম হচ্ছিল। কীটনাশক ও শ্রমিকের খরচ দিয়ে আমাদের হাতে তেমন কিছু থাকত না। এখন একটু ভালো দাম পাচ্ছি। এতে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে সংসার চালাতে পারব।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ আছে। তবে ক্রেতার উপস্থিতি খুব কম। সারাদিনে দুই হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টির পর রোদের তাপে অনেক সবজির উৎপাদন কমেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বাজারে ক্রেতার উপস্থিতিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বেশিরভাগ সবজির দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছ কম আসছে। অল্প আয়ের মানুষের মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বাজারে মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দামও কমে আসবে।”

সাধারণ ক্রেতাদের দাবি, মাছ ও সবজির দাম কিছুটা কমলে তাদের জন্য বাজার করা সহজ হবে।

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম দ্বিগুণ, কেজিতে বেড়েছে ১শ টাকা

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি বেড়েছে ১০০ টাকা। গত সপ্তাহে প্রতি কেজি মরিচের দাম ছিল ৯০ টাকা, যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।

তবে দাম বাড়লেও কৃষকদের মনে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। শুরু হয়েছে বৃষ্টি; জমিতে পানি জমে থাকা কিংবা বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠলে মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। ব্যবসায়ীদের মতে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বৃষ্টির কারণে চাষিরা ঠিকমতো মরিচ তুলতে পারছেন না।

বুধবার সকালে সরেজমিনে গাংনী উপজেলার দেবীপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলার একাধিক মরিচ চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে বেশি লাভ হচ্ছে। আজ প্রতি কেজি মরিচ ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবে বৃষ্টির পর রোদ উঠলে উপজেলার অধিকাংশ মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে

ভালো লাভ পাওয়া যায়। এখানকার উৎপাদিত মরিচ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়।

মরিচ চাষি রকিবুল ইসলাম বলেন, “এখানকার কৃষকেরা পতিত ও আবাদি জমিতে মরিচ চাষ করেন। লাভজনক হওয়ায় দিন দিন চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহে দাম ছিল ৯০ থেকে ১০০ টাকা। আমিও মরিচ নিয়ে এসেছি, এখনও বিক্রি করিনি। ১৯০ টাকা দাম পেলে বিক্রি করে দেব।”

গাড়াবাড়িয়া এলাকার মরিচ চাষি আলমগীর হোসেন বলেন, “মরিচের বস্তা দেখলেই ব্যবসায়ীরা কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে, এতে চাষিরা লাভবান হবেন।”

মরিচ চাষি ইমরান হোসেন বলেন, “প্রতি বছরের মতো এবারও মরিচ চাষ করেছি। আশা করছি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কম সময়েই ভালো লাভ হবে। তবে বৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি ও হালকা বাতাসে গাছের গোড়া নরম হয়ে যায়। পরে রোদ উঠলে গাছ মারা যায়, এতে অনেক চাষিকে লোকসান গুনতে হয়।”

মরিচ ব্যবসায়ী মো. ইনজাল হোসেন বলেন, “আজ মরিচের কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, অথচ গত সপ্তাহে ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। মরিচের দাম ওঠানামা করা বোঝা কঠিন। বৃষ্টির কারণে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে দাম আরও বাড়তে পারে।”

দেবীপুর বাজারের ইজারাদার মো. মিন্টু মিয়া বলেন, “কোনো দিন ৫ হাজার, কোনো দিন ৪০ হাজার, আবার কোনো দিন ৩ হাজার কেজি মরিচ বাজারে আসে। আজ প্রায় ৩ হাজার কেজি মরিচ আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় আমদানি কমেছে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষ হয়েছে। গত বছর এ পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার মরিচের আবাদ কিছুটা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়ার রহমান বলেন, “অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো দাম অব্যাহত থাকলে চাষিরা লাভবান হবেন। বর্তমানে মরিচের বাজারদর ভালো রয়েছে। তবে ভারী মৌসুমি বৃষ্টির সতর্কতা থাকায় ক্ষতি এড়াতে জমিতে নালা করে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের

ব্যবস্থা রাখতে হবে।”

দেশে ফের বাড়ল পেট্রল-অকটেন-কেরোসিনের দাম, ডিজেল আগের দামেই

ভোক্তাপর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম ফের বাড়িয়েছে সরকার। জুন মাসের জন্য পেট্রোল-অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে বিক্রয়মূল্য ডিজেল ১১৫ টাকা, অকটেন ১৪৫ টাকা, পেট্রোল ১৪০ টাকা এবং কেরোসিন ১৩৫ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হলো। যা আগামীকাল (১ জুন) থেকে কার্যকর হবে।

তবে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারে বেড়েছে ৫টাকা।

এর আগে, গত ৩০ এপ্রিলে মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মে মাসে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকা, অকটেনের দাম ১৪০ টাকা, পেট্রোলের দাম ১৩৫ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১৩০ টাকা ছিল।

এছাড়া, গত ১৮ এপ্রিল দেশে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে সরকার। সাধারণত প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

থাকায় আমরা অল্প করে কিনে বিক্রি করছিলাম। এখন দাম একটু কমায় বিক্রি বাড়ছে।

মেহেরপুরে ভরা মৌসুমেও সকল সবজির দাম বাড়তি

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে কয়েকদিন স্বস্তির পর আবারও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। তবে শীতকালীন সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কম-বেশি দেখা গেছে।

গত শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে প্রত্যেকটা সবজি, মাছ, মাংস ও মুরগি বাজারে দাম ওঠানামা লক্ষ করা গিয়েছে।

পাইকারী বাজারে আলু ১৮ টাকা থেকে বেড়ে ২১ টাকা, পেয়াজ ও রসুন ৯৫, ৬০ টাকায় স্থিতিশীল। কাঁচামরিচ ১১০ টাকা থেকে কমে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আদা ৩০ টাকা কমে ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বেগুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, সিম ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০, পটলে ৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, পেঁপে ও শশা ১৫ ও ৬০ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালাংশাক ও মূলার দাম ওঠানাম রয়েছে। ফুলকপি ৪০, বাঁধাকপি ৩০ ও মূলা ২৫ টাকা অপরিবর্তিত এবং পালাংশাক ৫০ থেকে কমে ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে আলু ২২ টাকা থেকে বেড়ে ২৫ টাকা, পেয়াজ ১১০ টাকায় স্থিতিশীল, রসুনে ২০ টাকা বেড়ে ৯০ টাকায়। কাঁচামরিচ ১২০ টাকা থেকে বেড়ে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আদা ২২০ টাকা ৫০ টাকা কমে ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বেগুন ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০ টাকায়, সিম ৯০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকায়, পটলে ১০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, শশা ৮০ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৬০ থেকে বেড়ে ৭০ টাকায়, বাঁধাকপি ১০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকায়, পালাংশাক ৫০ ও মূলা ৩০ টাকা অপরিবর্তিত থেকে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ৩০০, তেলাপিয়া ১৬০, পাঙাস ১৫০, সিলভার ২০০, স্বরপুটি ৫০০, জিওল ৪০০, ইলিশ ৭০০-১২০০, চিংড়ী ৭০০, গলদা ৮০০।

মুরগীর বাজরে ব্রয়লার মুরগী ১৭০ টাকা, সোনালী মুরগী ২৭০ এবং লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতা মহির বলেন, “দাম বেশি হওয়ায় লোকজন কিনতে আসছে কম, ফলে বিক্রিও কমে গেছে আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না।”

সবজি বিক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, “ আগের সপ্তাহ থেকে কাচামালের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আগের সপ্তাহে বেশি দামে বেচা-কেনা করতে হয়েছ একসপ্তাহে তার থেকেও ও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।“

ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এভাবে প্রতিদিন দাম ওঠানামা খুবই কষ্টকর এবং সংসার চালানো হুমকির মুখে।

সবজি ক্রেতা গোলাপ রব্বানী শুভ বলেন, “গত সপ্তাহের থেকে আজকে বাজারে সব ধরনের সবজির দাম অতিরিক্ত বেশি। এভাবে চলতে থাকলে আমার মতো সাধারণ জনগণ তো চলতে পারবে না।“

আরেক ক্রেতা নজমুল জানান, “যা টাকা হাতে নিয়ে আসি, তাতে সবকিছু কেনা সম্ভব হয় না। আগের চেয়ে বাজারে খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।”

তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচামাল আমদানি খুবই কম আমদানি নাই বললেই চলে যার প্রেক্ষিতে দু-একটা মালের দাম একটু বেশি। কারণ আমদানি একেবারেই নাই। আমি একজন আরবদার প্রত্যেকদিন আমার ঘরে ৫০০ থেকে এক-দুই হাজার কেজি কাঁচামাল আসে আজকে মনে হয় সবমিলিয়ে ৫০-৬০ কেজি কাঁচামাল আসছে। যার কারণে পটলটা আজকে বেশি দামে বিক্রি হলো।

তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে কিছু সবজির বাজার

দাম তুলনামূলক বেশি। কাঁচামালের দাম সাধারণত আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর করে। আমদানি স্বাভাবিক থাকলে দাম স্বাভাবিক থাকে। বর্তমানে কিছু কাচাঁমালের আমদানি স্বাভাবিক না থাকায় সেগুলোর দাম অস্বাভাবিক ও দাম বেশি।

মেহেরপুরে সবজির দাম নিম্নমুখী, স্বস্তিতে ক্রেতারা

মেহেরপুরে সবজির উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। গত দুই এক সাপ্তাহ সবজি ও মুরগির দাম স্থিতিশীল এবং নিম্নমুখী ও। স্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

বাজারে সবজির ও মুরগির দামে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে মাছের দাম একটু বাড়তি।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুন ১৫, ৬৫ ও ৭০ টাকায় স্থিতিশীল। তবে কাঁচামরিচের দাম আবারও নিম্নমুখী। গত সাপ্তাহের থেকে ২০ টাকা কমে ৯০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা ৩৫ থেকে বেড়ে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মূলায় ১০ টাকা কমে ২০ টাকা। শাক, পেঁপে,ঝিঞা ও ধন্দল কেজিপ্রতি ৩০,১৫, ৪০ ও ২৫ টাকায় স্থিতিশীল। গজর ও টমেটো ১২০ টাকা, ১১৬ টাকা স্থিতিশীল।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ রসুন, ২০, ৭০,১০০ টাকায় অপরিবর্তিত। আবারও কাঁচামরিচের দাম কমেছে, গত সপ্তাহের চেয়ে ২০ টাকা কমে ১২০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুনে অপরিবর্তিত থেকে ৫০, ৮০ টাকা। শাক অপরিবর্তিত থেকে ৪০ টাকায় করে বিক্রি হচ্ছে। মুলায় ১০ টাকা কমে কেজি প্রতি

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, শাক-সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শাক সবজির দামে কোন রকম বৃদ্ধি নেই বরং সকল সবজির দাম এখন নিম্নমুখী। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম তো আবার ও কমেছে গত সপ্তাহের ১৪০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১২০ টাকা।

তিনি আরও বলেন, আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং নিম্নমুখী ।

সবজি-মাছের দাম স্থিতিশীল, ঊর্ধ্বমুখী কাঁচা মরিচ

মেহেরপুরে কাঁচাবাজারে কয়েকদিন স্বস্তির পর আবারও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। গত এক-দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কম বেশি দেখা গেছে।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর বড়বাজারের কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে দেখা গেছে প্রত্যেকটা সবজি, মাছ, মাংস ও মুরগি বাজারে দাম ওঠানামা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কারন হিসেবে জানা যায়, শারদীয় দুর্গাৎসবের জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে কোন ধরনের কাঁচামাল দেশে আসেনি। আমদানি কম হওয়ায় বেড়েছে সবজির দাম।

তবে গত বৃহস্পতিবার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজো। গতকাল শুক্রবার থেকে আবার নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে মেহেরপুরে কাচামালের দাম৷

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ না থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছিলেন

ব্যবসায়ীরা। তবে গতকাল শুক্রবার থেকে আবার কিছু সবজির দাম ওঠানামা দেখা গিয়েছে।

পাইকারি বাজারে আলু ১৭ থেকে নেমে ১৫ টাকা, পেয়াজ ৬৫ থেকে নেমে ৬০ টাকায়, রসুন ১০৫ থেকে নেমে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবো কাঁচামরিচের দাম ঊর্ধ্বমুখী গত সপ্তাহে যেখানে ছিলো ২১০ টাকা এ সাপ্তাহে ২৬০ টাকা বিক্রি হয়েছে।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা, মূলা ৪৫, ৪২ থেকে নেমে ২৫,২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। শাক ২০ থেকে বেড়ে কেজিপ্রতি ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।পেঁপে ২০ টাকা থেকে নেমে ১৫, ঝিঞা ৪০ টাকা থেকে নেমে ৩৫, ধুন্দল ২৫ থেকে নেমে ১৫ টাকা।

গজর ও টমেটো তে বেড়েছে দাম। গাজরে ২০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছ ১৪০ টাকা, টমেটো তে ১০ টাকা বেড়ে ১৩০ টাকা।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ ২০, ৭০ টাকায় অপরিবর্তিত, রসুন ১২০ থেকে নেমে ১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবো কাঁচামরিচের দাম ঊর্ধ্বমুখী গত সপ্তাহে যখানে ছিলো ২৪০ টাকা এ সাপ্তাহে ৩০০ টাকা।

ঢেঁড়স অপরিবর্তিত থেকে ৫০ টাকা। বেগুনে ২০ টাকা কমে ৮০ টাকা, শশা ও মূলায় ১০ টাকা করে কমে ৪০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

শাকে ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।পেঁপে ২৫ টাকা থেকে নেমে ২০ টাকা, ঝিঞা ধন্দলের দাম ৫০,৩০ টাকা স্থিতিশীল।

গজর ও টমেটো তে বেড়েছে দাম। গাজরে ২০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছ ১৬০ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকায় অপরিবর্তিত।

মুরগি খুচরা বাজারে ব্রয়লার মুরগী ১৭০ টাকা থেকে বেড়ে ১৮০, সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১০ টাকা বেড়ে ২৮০ এবং লেয়ার মুরগির দাম অপরিবর্তিত থেকে ৩১০ টাকা।

মুরগী বিক্রেতা জহির আলী বলেন, গত সপ্তাহের থেকে এসপ্তাহে মুরগীর দাম সামান্য পরিমান বেশি। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী মুরগী না আসায় বেশি দামে মরগী কিনতে হচ্ছে এবং বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ২৫০, তেলাপিয়া ১৮০,পাঙাস ১৬০, সিলভার ১৫০, চিংড়ি ১২০০, জিওল ৩০০,পাকাল ৭০০ এবং ইলিশ ৫০০-২৮০০ টাকা পর্যন্ত

বিক্রি হয়েছে।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

সবজি বিক্রেতা মো: হাফিজুর রহমান জানান, কিছু দিন বাজারে সব কিছুর দাম কম ছিল। আগের সপ্তাহের দিকে দাম একটু বেশি ছিলো এ সপ্তাহে আবার কমতে শুরু করেছ।

সবজি বিক্রেতা ফিরোজ জানান, এ সাপ্তাহে কয়েকটি সবজিতে দাম কমেছে আবার কয়েকটিতে বেরেছে। কাঁচা মরিচে আগের সাপ্তাহে বিক্রি করলাম ২৪০ এ সপ্তাহে বিক্রি করছি ৩০০। শশা শাকে দাম বেড়েছে শুনে ক্রেতারা কিনছেন না।

ক্রেতাদের বক্তব্য, একবার এই সমস্যা আরেকবার ওই সমস্যা দেখিয়ে প্রতি সপ্তাহে সবজি মাছ মাংসের দাম ওঠানামা করছে।

সবজি ক্রেতা সোহেল জানান, কয়দিন আগে কাঁচা মরিচ কিনলাম ২৪০ টাকা এখন কিনতে হচ্ছে ৩০০ টাকায়। সবজির মধ্যে অনেক সবজির দাম কমেছে বেগুন ১০০ টাকা থেকে নেমে ৮০ টাকায় এসেছে।

সবজি ক্রেতা নাহিদুল জানান, সব ধরনের সবজিতেই দাম কমেছে কাঁচা মরিচ আর শাকে বেড়েছে শাক ২০ থেকে ৪০ টাকা হয়েছে আর কাঁচা মরিচ ৩০০ টাকা। রান্না করতে কাঁচা মরিচ তো লাগবেই বেশি দাম হলেও ও কিনতে হচ্ছে। বাকি যেসকল সবজি আছে সেগুলো তুলনা মূলক দাম কম।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, আমি নিজেও বাজার পরিদর্শন করে দেখেছি সব ধরনের সবজিতে দাম কমেছে। যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় সেগুলোর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। দুই একটা সবজি এবং পেয়াজ রসুনে বেড়েছে। বস্তা প্রতি ২০০-৩০০ টাকা বেশিতে কিনতে হচ্ছে ব্যাবসায়ীদের। তারা বাধ্য হয়ে বেশিতে বিক্রি করছে।

তিনি আরও বলেন, কাঁচা মরিচ এর ব্যাপার টা পুরোটাই আলাদা। আমাদের মেহেরপুর যে পরিমান কাঁচা মরিচ হয় ওতে আমাদের চাহিদা পূরন হয় না। ইন্ডিয়া থেকে আমদানি না হওয়া পর্যন্ত কাঁচা মরিচের দাম স্বাভাবিক হবে না বলে তিনি ধারণা করেন।

মেহেরপুরে সবজির দাম নিম্নমুখী, বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম

কাঁচা বাজারে সবজির দাম কমে আসায় স্বস্তি ফিরে এসেছে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে সবজির উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

মেহেরপুরের পাইকারি ও খুচরা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজি, মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমেছে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুনের দাম অপরিবর্তিত থেকে যথাক্রমে ১৬,৬৫ ও ১৭০ টাকা। কাঁচামরিচ ১০০ থেকে বেড়ে ১৪০ টাকায়। বেগুন ৭০ টাকা থেকে ৮০ টাকায় । আদার দাম অপরিবর্তিত থেকে ১৮০ টাকা । তবে শশার দাম কমে ৪০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে ।

মুরগির মধ্যে ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম বেড়ে ১৭০ যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬০ টাকা, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৫৫ যা গত সপ্তাহে ছিলো ২৭০ টাকা এবং লেয়ার মুরগি কেজি ২৯০ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুনের দাম স্থিতিশীল থেকে যথাক্রমে ২০, ৮০ ও ১৮০ টাকায় ।কাঁচা মরিচ দাম বেড়ে ১২০ থেকে ১৮০ টাকায় উঠেছে। তবে শশার দাম ৫০ থেকে নেমে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

পটল, ঢেঁড়স, কলা, শাক, কচু ও পেঁপের দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা করে কমে যথাক্রমে ৪০,৪০,৩০,২০ ও ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আদার দাম ২০০ টাকায় স্থিতিশীল।

মুরগির খুচরা বাজারে ব্রয়লার বেড়ে ১৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে যা গত সপ্তাহে ছিলো ১৮০ টাকা, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৭০ টাকা যা গত সপ্তাহে ছিলে ২৮০ টাকা এবং লেয়ার মুরগির দাম ৩১০ টাকায় স্থিতিশীল

থেকে বিক্রি হয়েছে।

মাছের বাজারে রুই ২৩০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ২৩০, জিওল ৩০০-৪০০, চিংড়ি ১২০০, পাকাল ১১০০ এবং ইলিশ ৬০০-২৬০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

মাছ বিক্রেতা জয়ন্ত বলেন, মাছ আমদানি ঠিক থাকলে মাছের দাম কম থাকে এবং ঠিক মতো আমদানি না থাকলে দাম বেড়ে যায়।
ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

ছাগলের মাংস বিক্রেতা মেহেদী হাসান বলেন, ছাগলের দাম অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া মাংসের দাম একটু বেশি। আমরা ছাগল কম দামে না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমাদের বেশি দামে ছাগলের মাংস বিক্রি করতে হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা নবাব বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে অনেক সবজিতে দাম কমেছে এর মধ্যে পটল, কলা, কচু এগুলোতে ৫-১০ টাকা কমেছে এবং কাচা মরিচের দাম বেড়েছে। বৃষ্টির কারনে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে।

সবজি বিক্রেতা সবুজ বলেন, সবজির দাম কম হওয়া বেচা কেনা বেড়েছে এবং ক্রেতারা অনেক বাজার করছে আশানুরূপ বেচা কেনা হচ্ছে।

ক্রেতারা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের থেকে এই সপ্তাহে সবজির দাম কমেছে শুধু কাচা মরিচের দামটা বেশি।

সবজি ক্রেতা সামসুজ্জোহা বলেন, গত সাপ্তাহের থেকে এ সপ্তাহে বেশকিছু সবজির দাম কমেছে, আগের সপ্তাহে পটল ছিলো ৫০ টাকা এ সপ্তাহে ৪০, কচু ছিলো ৩০ টাকা এ সপ্তাহে ২০ টাকা। মোটামুটি সবকিছু দান কমেছ।

সবজি ক্রেতা জালাল বলেন, আমরা সাধারণ মানুষরা সবসময় চাই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নাগালে থাকুক। এবার দাম কমায় অনেকেই বেশি করে কিনছে।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচা বাজার এখন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। শাক- সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম এখন একটু বেড়েছে। গত দুই তিনদিন অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় মূলত দাম বৃদ্ধি কারন। বৃষ্টির কারনে গাছের ফুল নষ্ট হয়ে যায়, জমিতে পানি আটকে থকে ফুল আসে না। সেজন্য কাঁচা মরিচের আমদানি কমে যাওয়ায় দাম টা বেড়েছ। আবহাওয়া পরিবর্তন হলে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

ঝিনাইদহে এক লেবুর দাম ২০ টাকা

রমাজনের প্রথম দিন থেকেই ঝিনাইদহে দাম বেড়েছে সব ধরনের সবজির। প্রয়োজনীয় সবজি বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা। মাঝে কয়েক দিন দাম কমলেও গত দু-তিন দিনের ব্যবধানে কয়েকটি সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

রবিবার (২ মার্চ) সকালে শহরের নতুন হাটখোলা ও ওয়াপদা বাজার ঘুরে দেখা যায়, পটল ও ঢেঁড়স এই দুইটি সবজির দাম শতক ছুঁয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য সবজি কিনতে ক্রেতাকে গুনতে হচ্ছে ৪০ থেকে ৮০ টাকা। সবজির মধ্যে প্রতি কেজি আলু ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পাকা টমেটো ৩০ থেকে ৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। করলা ১০০ থেকে ১২০ টাকা, ঢেঁড়স ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, বিভিন্ন জাতের বেগুন ৫০ থেকে ৮০ টাকা, পটল ১০০-১২০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকা পেঁপে ৪০ টাকা ও শসা ৫০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বিক্রেতারা বলছেন, গত কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রতি হালি লেবু ৩৫ টাকা থেকে দাম উঠেছে ৮০ টাকা পর্যন্ত, শসা ৪০ টাকা কেজি থেকে দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। ইফতারে ব্যবহার হয় এমন অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে গত দুদিনে।
খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বড় আকারের এক হালি লেবুর দর হাঁকছেন ৮০ থেকে ৯০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি পিস লেবু ২০ টাকা। আকারে ছোট লেবুর পিস কেনা যাচ্ছে ১২ থেকে ১৫ টাকায়।

আব্দুল খালেক নামের এক ক্রেতা বলেন, বাজারে সব কিছুর দাম অনেক বেশি। ৭০-৮০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পাশাপাশি মাছ-মাংসের দামও অনেক। তাই, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

তোফাজ্জেল হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, ‘অন্য দেশে দেখি রমজানে পণ্যের দাম কমে যায়, কিন্তু আমাদের দেশে এর উল্টো ঘটে। রমজানে যে হারে জিনিসের দাম বাড়ছে যা সীমার বাইরে। এখন ১ হাজার টাকা নিয়ে বাজারে আসলে কিছু কেনায় হয় না।’
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, ‘রমজানে যেন বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। পণ্যের দাম তো অনেক কারণে বাড়ে। তবু আমাদের তদারকি চলছে যেন কেউ অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে না পারে।’